বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৫ ইং

প্রতিবেদন প্রনয়নে

প্রধান অফিস

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)

জেমিনি টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ

মোবা: ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১৫৩৮৯৬৩৮

ঢাকা অফিস

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ)

২৭১ / ৭, নীচ তলা, জাফরাবাদ, শংকর,মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭

ফোন:৯১২৯৪১০. মোবা: ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৫৫২৩৮৮০৭৫

Email: oradhakaora @yahoo.com

ভূমিকা

হাওর বাওরের অঞ্চল কিশোরগঞ্জ জেলা। সারা দেশের ন্যায় এখানেও রয়েছে বেকারত্ব,অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা,চিকিৎসা ও বাসস্থানের অভাব। এ সকল বিবিধ সমস্যা সমাধান করে তাদের উন্নয়ন কল্পে অর্গনাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেনট (ওআরএ) সংস্থাটি ১৯৮৮ সালের ১লা জুন থেকে কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার রামনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাজারো সমস্যাযুক্ত দরিদ্র মানুষের সমস্যা সমাধান করা ও,আর,এ এর একার পক্ষে সম্ভব নহে। ওআরএ জ লগ্ন থেকে দরিদ্র মানুষের দারিদ্রতা বিমোচনের লক্ষ্যে সমস্যা সমাধানের কৌশলগুলো বাতলিয়ে সে মোতাবেক কাজ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচেছ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষ্যে গরীব মানুষের উন্নয়ন বিভিন্ন কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। তবে ওআরএ-এর নূন্যতম অভিজ্ঞতা থেকে এ উপলব্ধি হয়েছে যে যাদের জন্য উন্নয়ন তাদেরকে যদি বিশে-ষণমুখী সচেতন করে উদ্ভোদ্ধ করা যায় তাহলে হয়ত বা কাজগুলো টেকসই হবে। এ প্রেরণা থেকে ২০০৬ ইং থেকে ওআরএ-এর প্রতিটি কর্মসূচীই Community Led Approach-এ করার জন্য কর্মী বাহিনীকে তৈরী করা হচ্ছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে কাজের টেকসই ও গ্রহন যোগ্যতা অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে।

ও,আর,এ বর্তমানে বিভিন্ন দাতা ও সহযোগী সংস্থার আর্থিক ও কারিগরী সহযোগিতায় বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসুচী চালিয়ে যাচেছ। এ প্রতিবেদনে ও,আর,এ এর কার্যক্রমের কিছুটা হলেও প্রতিফলন ঘটবে।

এই রিপোর্ট তৈরীতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রতিবেদনের মাঝে কোন ভূল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ভবিষ্যৎতে শুধরানোর জন্য পরামর্শ প্রদান করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

শুভেচছান্তে,
এ্যাড. ফকির মোঃ মাজহারুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
ও,আর,এ, কিশোরগঞ্জ।

অফিস পরিচিতি

প্রধান অফিস :	ঢাকা অফিস:
অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ) জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, কিশোরগঞ্জ মোবাইল ঃ ০১৭১১৬২২৬০৯,০১৭১৫৩৮৯৬৩৮	অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এডভান্সমেন্ট (ও.আর.এ) ২৭১/৭ (নীচ তলা) জাফরাবাদ, শংকর, মোহাম্মদপুর,ঢাকা-১২০৭ মোবাইল ঃ১০৭১১৬২২৬০৯,০১৫৫২৩৮৮০৭৫ ফোন ঃ ০২- ৯১২৯৪১০ ইমেইল: oradhakaora @ yahoo.com

শাখা অফিস

ও,আর,এ-করিমগঞ্জ শাখা	ও,আর,এ-নিয়ামতপুর শাখা	ওআরএ- নানশ্রী শাখা
করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ । (ক্ষুদ্র ঋন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, এবং গ্রহায়ন কর্মসুচী) ০১৭১২-১৫৩০৫৭	নিয়ামতপুর, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং মা ওশিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা এবং ঋন কর্মসুচী ০১৭২৯৫৫৫৯৪৫	গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ (ক্ষুদ্র ঋণ ও দাতব্য চিকিৎসা) ০১৮২৯৭১৭০৩৪

ভূমিকা:

অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) একটি সমাজ সেবা মুলক প্রতিষ্ঠান । এ প্রতিষ্ঠানের আত্নপ্রকাশ ১৯৮৮ সালের ১ লা জুন কিশোরগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নের রামনগর নামক অবহেলিত এক নির্ভৃত পলীতে । এর উদ্যোগতা এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম । শুরুতে অর্গানাইজেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (ও,আর,ডি) নামে ইহা দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যারা সমাজে অবহেলিত, জীবন যাত্রা সাধারন মানের নীচে অবস্থান করছে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৪ এপ্রিল ১৯৯১ ইং তারিখ সমাজসেবা বিভাগ ময়মনসিংহ কর্তৃক নিবন্ধীকৃত হয় যার নিবন্ধন নম্বর কিশোর ০১৬৫ কিন্তু ১৯৯৪ ইং সনে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধন করার সময় সংস্থার নাম কিছুটা পরিবর্তন করে বর্তমান নামকরন অর্গানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ও,আর,এ) করে নিবন্ধন করা হয় । যার নিবন্ধন নম্বর ৮২৮ তারিখ ০৯-০৫-১৯৯৪ ইং । পরবর্তীতে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধীত হয় এবং যার নিবন্ধন নং ২০২/০৬ তারিখ ২৩-০৫-২০০৬ ইং এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অর্থরিটি কর্তৃক নিবন্ধনকৃত হয় এবং যার নিবন্ধন নং ০৪১২১-০১৩৭০-০০১৮৭

সংস্থার লক্ষ্য :

সমাজে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র অবহেলিত পুরুষ ও মহিলা জনগোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ণ ।

সংস্থার ভিশন :

স্থানীয় এবং বহিরাগত সম্পদ বিশেষ করে মানব, কৃষি, পশু ও পানি সম্পদের মত আরও কিছু সম্পদ সমাবেশীকরনের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকাস্থ দুস্থ, গরীব, ক্ষমতা বঞ্চিত গ্রামীন এবং শহরের পুরুষ ও মহিলাদের জীবনের মান উন্নয়ন করে সমাজে তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা ।

সংস্থার উদ্দেশ্য :

সংস্থা তার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন কর্মসুচীর মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে :

- লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দল গঠন এবং সঞ্চয়ের অভ্যাসের মাধ্যমে সঞ্চয় তহবিল গঠন করা ।
- সংগঠিত দলে ঋন দানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা ।
- কর্ম এলাকায় পিছিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা ।
- অতি দরিদ্র পরিবারের খাদ্য অনিশ্চয়তা কমিয়ে এনে আয় ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করা ।
- সম্ভাব্য অভিবাসীদের নিরাপদে অভিবাসন করার লক্ষ্যে সহায়তা করা ।
- নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসুচী গ্রহণ ।

- ঔষধ সহ বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান ।
- স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন কর্মসুচী ।
- কৃষি, পশু সম্পদ, বনায়ণ ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন ।
- দল গঠনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন করা এবং ভোটার এডুকেশনের মাধ্যমে গনতন্ত্রায়ন ।

বর্তমান কর্ম এলাকা :

জেলা		উপজেলার		ইউনিয়ন		গ্রাম/ মহল্লা
সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম	সংখ্যা	নাম	
০১	কিশোরগঞ্জ	১	কিশোরগঞ্জ সদর	০১	কিশোরগঞ্জ পৌর সভা	০৯
				০২	বৌলাই	০৪
				০৩	রশিদাবাদ	০২
		০২	করিমগঞ্জ	০১	করিমগঞ্জ	০৮
				০২	নিয়ামতপুর	০৬
				০৩	সুতারপাড়া	১০
				০৪	কাদিরজঙ্গল	০১
				০৫	গুজাদিয়া	০১
				০৬	নোয়াবাদ	১৯
				০৭	গুনধর	১৬
				০৮	জয়কা	১০
				০৯	দেহুন্দা	০২
				১০	বারঘরিয়া	০৭
				১১	জাফরাবাদ	০৩
		০৩	তাড়াইল	০১	দাহিমা	০৪
মোট	০১	০৩		১৫	-	১০২

বর্তমান কর্মসুচী :

- দল গঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠন ।
- ঋনদান এবং আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ।
- আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ।
- নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন ।
- দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন ।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসূচী ।
- স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন কর্মসুচী ।
- হাওরে উন্নত পদ্ধতি খাচায় মনুসেক্স তেলাপিয়া চাষ প্রকল্প ।
- সেফ মাইগ্রেশন ফর বাংলাদেশী ওয়ার্কার্স প্রোজেক্ট ।
- এ্যাম্পাওয়ারিং দি পটেনশিয়াল মাইগ্রেন্টস ফর সেফ মাইগ্রেশন ।
- শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনার/কর্মশালার আয়োজন করা ।
- শিশু অধীকার সংরক্ষন বিষয়ক কর্মসুচী পালন ।
- কৃষি, পশু ও মৎস সম্পদের উন্নয়ন ।
- প্রশিক্ষন (সাধারন ও কারিগরি) ।

মোট লক্ষিত জনগোষ্ঠী:

কর্মসুচীর ধরন	দলের সংখ্যা	পরিবারের সংখ্যা	লক্ষিত জনগোষ্ঠী
ক্ষুদ্র ঋন কর্মসুচী	১৫২	১৯৮০	৯৯০০
সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী	-	১৯০৫	৯৫২৫
মোট	১৫২	৩৮৮৫	১৯৪২৫

মোট কর্মী:

পুরুষ	মহিলা	মোট
২০	৫৫	৭৫

প্রকল্প ভিত্তিক কর্মীর বিবরন :

ক্র:নং	কর্মসূচীর নাম	নিয়মিত কর্মী			প্রকল্প কর্মী			সর্ব মোট		
		পু:	ম:	মোট	পু:	ম:	মোট	পু:	মহিলা	মোট
০১	দল গঠন ও ঋন দান কর্মসূচী	০৫	০৩	০৮	-	-	-	০৫	০৩	০৮
০২	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন কর্মসূচী	০১	০১	০২	-	-	-	০১	০১	০২
০৩	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	০৫	৪০	৪৫	-	-	-	০৫	৪০	৪৫
০৪	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা	০১	০৩	০৪	-	-	-	০১	০৩	০৪
০৫	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসুচী	-	-	-	০১	০৪	০৫	০১	০৪	০৫
০৬	দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালন	০২	০২	০৪	-	-	-	০২	০২	০৪
০৭	গৃহায়ন কর্মসুচী	০১	-	০১	-	-	-	০১	-	০১
০৮	উন্নত পদ্ধতিতে হাওরে খাচায় মাছ চাষ	০১	-	০১	-	-	-	০১	-	০১
০৯	সেফ মাইগ্রেশন ফর বাংলাদেশী ওয়ার্কাস	-	০১	০১	-	-	-	-	০১	০১
১০	এ্যাম্পাওয়ারিং দি পটেনশিয়াল মাইগ্রেন্টস ফর সেফ মাইগ্রেশন	-	-	-	০৩	০১	০৪	০৩	০১	০৪
	মোট	১৬	৫০	৬৬	০৪	০৫	০৯	২০	৫৫	৭৫

বর্তমান দাতা সংস্থার নাম ও কার্যক্রম :

ক্র:নং	দাতা সংস্থার নাম	কার্যক্রম
০১	সংস্থা ও উপকারভোগী	সঞ্চয় ও দল গঠন
০২	পলী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও সংস্থা	ঋন দানের মাধ্যমে আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি
০৩	প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রানালয়,বাংলাদেশ সরকার	আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ।
০৪	ব্র্যাক	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ।
০৫	ব্র্যাক	সেফ মাইগেশন ফর বাংলাদেশী ওয়ার্কার্স প্রোজেক্ট
০৬	ব্র্যাক	এ্যাম্পাওয়ারিং দি পটেনশিয়াল মাইগ্রেন্টস ফর সেফ মাইগ্রেশন।
০৭	এনজিও ফোরাম ,ঢাকা।	ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন
০৮	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসূচী
০৯	বাংলাদেশ ব্যাংক	গৃহায়ন কর্মসুচী
১০	সমাজের দানশীল ব্যাক্তিদের জাকাতের অর্থে	বিনা মূল্যে ঔষধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান
১১	বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ফাউন্ডেশন	হাওরে উন্নত পদ্ধতিতে খাচাঁয় মনুসেক্স তেলাপিয়া চাষ

কর্মসূচী ভিত্তিক পরিচিতি :

০১. দল গঠন ও সঞ্চয় কর্মসূচী:

ও,আর,এ তার মূল লক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে দারিদ্রতা বিমোচন প্রচেষ্ঠা সমূহের যে বিষয়টি প্রাধান্য দিয়ে আসছে তা হলো দল সংগঠন। কেননা ও,আর,এ বিশ্বাস করে যে প্রতিটি মানুষেরই সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহ সুপ্ত থাকে যা বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ সৃষ্টিশীল প্রতিভাসমূহ বিকশিত করতে পারা যায়। মানুষের সেই সুপ্ত প্রাতিভাকে বিকশিত করতে চাই সাংগঠনিক শক্তি। আর দল সংগঠনের মাধ্যমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পরের সৃষ্টিশীল ধারনা, বিশ্বাস, ক্ষমতা একত্রিত হয়ে একটি শক্তি সৃষ্টি হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সহযোগিতার অভাবের ফলে তাদের উন্নতিকে বাধাগ্রস্থ করেছে, আর এ সুযোগে এক শ্রেনীর স্বার্থান্বেশী মহল তাদের শোষন করছে। এই স্বার্থান্বেশী মহল থেকে পরিত্রান পেতে হলে চাই সাংগঠনিক শক্তি। আর সেই সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করতে প্রয়োজন অর্থের। কিন্তু সেই অর্থ আসবে কোথা থেকে ? গরীব মানুষের সেই অর্থ আসার একটি বড় উপায় হলো সঞ্চয়। তাই ও,আর,এ তার লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে সঞ্চয়ের অভ্যাস করানোর মাধ্যমে এই তহবিল গঠনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

ডিসেম্বর ২০১৫ ইং পর্যন্ত দল গঠন ও সঞ্চয় তহবিল গঠনের সার্বিক তথ্য :

ক্র:নং	বিবরন	পুরুষ	মহিলা	মোট	মোট সঞ্চয়
০১	দল গঠন	৩০	১২২	১৫২	১০,৩৫,১৮৫.০০
০২	দলীয় সদস্য	৩৪৪	১৬৪৪	১৯৮৮	

০২. ঋনদান কর্মসূচী:

ও,আর,এ- প্রাথমিক অবস্থায় দলীয় সদস্যদের সঞ্চয় থেকে সংগৃহীত অর্থের মাধ্যমে সংস্থার ঋনদান কর্মসূচী পরিচালনা করে আসছিল। পরবর্তীতে ১৯৯২ ইং সনের সেপটেম্বর মাসে পি,কে,এস,এফ-এর সহযোগী সংগঠন হিসেবে এনলিসটেড হয়ে পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে অদ্যবদি ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এ পর্যন্ত সংস্থা পিকেএসএফ থেকে ৩,৪৬,৪৬,০০০.০০ টাকা ঋন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

পি,কে,এস,এফ এর আওতায় ঘুর্নায়মান তহবিল হিসাবে ডিসেম্বর - ২০১৫ ইং পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরন করা হয়েছে দশ কোটি উনত্রিশ লক্ষ পচিশ হাজার দুইশত (১০,২৯,২৫,২০০.০০) টাকা এবং আদায় হয়েছে নয় কোটি ষাট লক্ষ সাত হাজার ছয়শত ছাব্বিশ (৯,৬০,০৭,৬২৬.০০) টাকা, বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে ঋণ স্থিতি আছে উনসত্তর লক্ষ সতের হাজার পাঁচশত চুয়াত্তর (৬৯,১৭,৫৭৪.০০) টাকা।

০৫.নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন :

ক.স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা বিতরন:

স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এটা সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে সারা বৎসর রোগাক্রান্ত হয়ে ভুগতে হয় তাদের। স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব দারিদ্রতার একটি অত্যন্ত গুরূত্বপূর্ন কারন হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। তাই সরকারী কর্মকান্ডের পাশাপাশি ও,আর,এ ১৯৯৩ সাল থেকেই প্রকল্প এলাকায় এনজিও ফোরাম ফর ড্রিকিং ওয়াটার সাপাই এন্ড স্যানিটেশন এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় স্বাস্থ্য শিক্ষা কর্মসূচী চালিয়ে আসছ। স্বাস্থ্য শিক্ষার বিষয়গুলি হলোঃ

→ সকল কাজে নিরাপদ পানি ব্যবহার করা।

→ স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী ও ব্যবহার করন।

→ ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচছন্নতা।

এ কাজ গুলোর সঠিক বাস্তবায়ন কল্পে নিম্নোক্ত কাজগুলু করা হয়: যেমন

- গ্রাম উন্নয়ন কমিটি মিটিং
- উঠান বৈঠক
- স্কুল মিটিং
- দলীয় মিটিং
- ইমাম ওরিয়েন্টেশন

০৬. আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা:

বিদ্যালয়বীহিন গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন

শিক্ষা সর্বত্র মানুষের অধিকার হিসাবে স্বীকৃত। বিশ্বব্যাপী শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা হচ্ছে , মানুষও ক্রমবর্ধমানভাবে তাতে আগ্রহ প্রকাশ করছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য শিক্ষা 'মৌলিক অধিকার' হিসেবে স্বীকৃত। শিক্ষা প্রসারের সর্বাত্বক চেষ্টা একটি গণতান্ত্রিক উদ্যোগ হয়ে উঠতে পারে । এজন্য দরকার শিক্ষা নীতি ,পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার গণতন্ত্রায়ন। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ ইউনিট , প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রনালয় শিক্ষা ভবন, ঢাকা এর আর্থিক সহায়তায় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার জাফরাবাদ ইউনিয়নের বিদ্যালয় বিহীন গ্রাম মাঝিরকোনায় একটি ৭০ ফুট দীর্ঘ বারান্দা সহ চৌচালা টিনের ঘর তৈরী করা হয়। স্কুল গৃহটি ডিসেম্বর ২০০৪ ইং তারিখে সম্পন্ন করে বর্তমানে ১৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও চার জন শিক্ষক শিক্ষয়ীত্রি নিয়ে স্কূলটি প্রতিষ্ঠা কারী সংস্থা ও,আর,এ এবং উপজেলা শিক্ষা কর্মকতার্র সার্বিক তত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে । স্কুলে লেখাপড়ার পাশাপাশি সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলীও নিয়মিত পরিচালনা করা হয় ।

০৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা:

০৬.ক. উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা:

কিশোরগঞ্জ জেলার মাঝে করিমগঞ্জ উপজেলার বেশরি ভাগ এলাকাই হলো হাওর এলাকা। বর্তমানে কিশোরগঞ্জে সাক্ষরতার হার প্রায় ৬০% । এর মাঝে করিমগঞ্জের অবস্থা আরও করুন। যা হউক পিছিয়ে পড়া জন গোষ্ঠীর ছেলে মেয়েদের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্র্যাক এর সহায়তায় নভেম্বর-২০০৩ ইং হতে শুরু করে ডিসেম্বর-২০০৫ ইং তারিখ পর্যন্ত ১০ টি শিক্ষা কেন্দের মাধ্যমে ৩০০ জন এবং পরবর্তীতে পুনরায় জানুয়ারী ২০০৬ ইং তারিখ থেকে তিন বৎসর মেয়াদী ১০ টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে ৩০০ জন ছাত্র ছাত্রী ডিসেম্বর-২০০৮ ইং তারিখ এবং EC-এর অর্থায়নে নভেম্বর-২০০৭ ইং থেকে ডিসেম্বর-২০১০ ইং পর্যন্ত সমাজে পিছিয়ে পড়া ছেলে মেয়েদের জন্য ৩৮ স্কুল অতি সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করে বর্তমানে তারা উচ্চতর ক্লাশে শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে । বর্তমানে ব্র্যাক -এর সহায়তায় জানুয়ারী -২০১১ ইং তারিখ থেকে পুনরায় ৪০ টি উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র চালু হয়েছে যা কি না হাওর এলাকায় ১৬ টি এবং সমতল ভূমিতে ২৪ টি শিক্ষা কেন্দ্র চালু রয়েছে। নিম্নে স্কুলের তথ্য প্রদান করা হলো:

- **ব্র্যাক-এর সহায়তায় পরিচালিত স্কুলের তথ্য:**

জেলার নাম	উপজেলার নাম	ইউনিয়নের নাম	গ্রামের সংখ্যা	কেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থীর সংখ্যা		মোট
					ছাত্র	ছাত্রী	
		গুনধর		১৬	১৯০	২৯০	৪৮০
কিশোরগঞ্জ	করিমগঞ্জ	বারঘরিয়া		০৭	৭২	১৩৮	২১০
		নিয়ামতপুর		০৩	২৮	৬২	৯০
		নোয়াবাদ		০৮	৮৮	১৫২	২৪০
		জাফরাবাদ		০২	২২	৩৮	৬০
		জয়কা		০৩	৩৫	৫৫	৯০
		দেহুন্দা		০১	১২	১৮	৩০
		মোট		৪০ টি	৪৪৭	৭৫৩	১২০০

০৭. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসুচী :

ফেব্রুয়ারী-২০০৮ইং থেকে বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার হাওর প্রবন সুতারপাড়া ইউনিয়নে অতি দরিদ্র ৩০০ জন মাদের নিয়ে এ কর্মসূচী চালু হয়ে ফেব্রুয়ারী-২০১০ ইং তারিখে প্রকল্পটির কাজ সমাপ্ত হয় । পরবর্তীতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা এবং এইচআইভি এইডস প্রতিরোধ কর্মসুচী নামে ডিসেম্বর-২০১০ ইং তারিখ থেকে করিমগঞ্জ উপজেলার আওতায় সুতারপাড়া ইউনিয়নে প্রকল্পটি চালু হয়ে নভেম্বর-২০১২ ইং তারিখে প্রকল্পটি শেষ হয়। পরবর্তীতে ৬ষ্ট পর্যায়ে পুনরায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসূচীতে ফলজ ও বনজ গাছের চারা বিতরণ করছেন সংস্থার উপপরিচালক মো: আব্দুস সোবহান।

মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি শিক্ষা কর্মসুচীটি চালু হয়ে ডিসেম্বের২০১৫ ইং তারিখে প্রকল্পটি শেষ হয়।

কর্মসূচীর লক্ষ্যঃ

লক্ষিত মাদের মাঝে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের খাদ্যাভাস পরিবর্তন করে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য পুষ্টির মান উন্নয়ন এবং কিছু আয় ওকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা ।

কর্মসূচীর উদ্দেশ্য :

- মা ও শিশুদের পুষ্টি সম্পর্কে সচেনতা সৃষ্টি করা।
- শাক সব্জীর বাগান প্রতিষ্ঠা করে পুষ্টির চাহিদা মেটানো।
- ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে কর্মসূচী বাস্তবায়নে
- আয় ও কর্ম সংস্থানের জন ১২ টি পরিবারে আর্থিক সহযোগীতা দান।

ডিসেম্বর -২০১৫ ইং পর্যন্ত কাজের অগ্রগতি :

ক্র.নং	কাজের ধরন	ইউনিট সংখ্যা	সংখ্যা
০১	সাইন বোর্ড স্থাপন	০১ টি	০১ টি
০২	জরিপ করা	০১ টি	৩০০ জন
০৩	কর্মী ও ভলান্টিয়ারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ	০১ টি	০৬ জন
০৫	মাদের সাথে সেশন পরিচালন	৭২ টি	৩০০ জন
০৬	পুষ্টি প্রদর্শন সেশন	০৯ টি	৩০০ জন
০৭	প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও ঔষধ বিতরন	১২ টি	৩০০টি
০৮	শাক সব্জী বাগান ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন	১২ টি	৩০০ জন
০৯	শাক সব্জীর বীজ বিতরন	একবার	৩০০ জন
১০	১২ টি হত দরিদ্র পরিবারে ০৫ টি করে মুরগী বিতরন	একবার	১২ জন

০৮. স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন কর্মসুচী :

প্রকল্প এলাকায় স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য গৃহায়ন সমস্যা সমাধান কল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গৃহায়ন কর্মসুচীর আর্থিক সহায়তায় গরীব মানুষদেরকে ৩৫,০০০.০০ হাজার টাকার মধ্যে ২২০ থেকে ২৪০ বর্গফুটের টিনের ঘর তৈরী করে দেয়া হচ্ছে । ঘরের সম্পূর্ন টাকা ৫% হারে সেবা মূল্য সহ সাপ্তাহিক কিস্তির ভিত্তিতে তিন বছরে ফেরৎ যোগ্য । প্রথম পর্বে ৫০ টি ঘর প্রদানের পর পুনরায় কর্ম এলাকায় গৃহ নির্মানের জন্য ৫৩ টি ঘরের বরাদ্ধ প্রদান করা হয়েছে । এবারে প্রত্যেকটি ঘরের জন্য বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে ৭০,০০০.০০ টাকা যার মধ্যে প্রতিটি পরিবারে একটি করে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা করে দিতে হবে।

০৯. হাওরে উন্নত পদ্ধতিতে খাচাঁয় মনুসেক্স তেলাপিয়া চাষ প্রকল্প:

হাওরে দরিদ্র মৎসজীবিদের জন্য আয় ও কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার আওতায় করিমগঞ্জ উপজলার অধীন সুতার পাড়া ইউনিয়নের ধনু নদীতে পরীক্ষামূলক ভাবে হাওরে উন্নত পদ্ধতিতে খাচাঁয় মনুসেক্স তেলাপিয়া চাষ প্রকল্প চালু করা হয়। এই গবেষনা প্রকল্পটি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের মৎস বিভাগের সরাসরি তদারকীতে প্রকল্পটি চালু হয়েছে। প্রকল্পের সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন মৎস বিভাগের প্রধান ড. নওশাদ আলম। প্রকল্পের গবেষনা কাজে নিয়োজিত আছেন কিশোরগঞ্জ জেলার কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার উপজেলা মৎস কর্মকর্তা এবং কুলিযারচর উপজেলার উপজেলা মৎস কর্মকর্তা।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সহ অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষগণ প্রকল্প পরিদর্শন করছে।

০৯.ক. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

হাওরে দরিদ্র মৎসজীবিদের জন্য আয় ও কর্ম সংস্থান করা এবং হাওরে প্লাবন পানিতে মৎস চাষ সম্প্রসারন করা।

০৯.খ. প্রকল্পের মেয়াদ কাল: জানুয়ারী,২০১৪ হইতে ডিসেম্বর,২০১৬ ।

০৯.গ. প্রকল্পের কার্যক্রম সমুহ:

- এলাকা নির্বাচন ।
- উপকার ভোগী নির্বাচন ।
- কেইজ কনষ্ট্রাকশান ও ব্যবস্থাপনা ।
- দল তৈরী করাী দলীয় মিটিং করা ।
- অংশগ্রহণ মূলক পরিকল্পনা তৈরী ।
- খাচাঁয় পোনা উৎপাদন ।
- খাচায় পোনা ছাড়া এবং পালন করা ।
- প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষন পরিচালন ।
- মাছের খাবার সংগ্রহ করা এবং রক্ষনাবেক্ষন করা ।
- অংশগ্রহণ মূলক সুপারভিশন এবং মনিটরিং করন ।
- মাছ বাজারজাত করন ।

০৯.ঘ.প্রকল্পেরর ফলাফল:

প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়নের ফলে হাওরের পানিতে গরীব মৎসজীবিদের আয় ও কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হবে এবং আশে পাশের এলাকায় এর বৃষ্ঠিতি ঘটবে পরোক্ষভাবে পুষ্টির ঘাটতি পূরনে সহায়ক হবে। উপরোস্ত দুইজন উপজেলা মৎস কর্মকর্তা এ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করবেন ।

১০. সেইফ মাইগ্রেশান ফর বাংলাদেশী ওয়ার্কাস:

১০.১.প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত কল্পে অভিবাসীদের জন্য সহজে সঠিক ও সময় উপযোগী তথ্য এবং অন্যান্য সেবা প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সিবিও স্থাপনের মাধ্যমে অভিবাসন প্রত্যাশীদের মধ্যস্বত্য ভোগী নির্ভরতা হ্রাস করা ।

১০.২.প্রকল্পের মেয়াদকাল: জুলাই-২০১৩ ইং হতে জুন-২০১৬ ইং

১০.৩. প্রকল্পের ফলাফল:

প্রকল্পটি সফল ভাবে বাস্তবায়িত হলে ৫০,০০০ হাজার মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে । কেননা প্রকল্প পরবর্তী সময়ে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত কল্পে নিজেরাই উদ্দ্যোগী হয়ে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখতে পারবে । অন্যদিকে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দৌরাত্ব হ্রাস পাওয়ার ফলে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত হবে যা আমাদের দেশের উন্নয়নকে আরও গতিশীল করবে ।

১১. এ্যাম্পাওয়ারিং দি পটেনশিয়াল মাইগ্রেন্টস ফর সেফ মাইগ্রেশন:

সেফ মাইগ্রেশন ফর বাংলাদেশী ওয়ার্কার্স প্রোজেক্টের আওতায় ইনেভেশন প্রকল্প হিসেবে এ প্রকল্পটি চালু হয় ।

১১.১: প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

- প্রকল্প এলাকায় প্রচার প্রচারনার মাধ্যমে লক্ষীত জনগোষ্ঠী ও তার পরিবার বর্গ সহ সর্ব স্থরের জনগনের মাঝে নিরাপদ অভিবাসন সর্ম্পকে সচেতনতা সৃষ্টি করা ।
- সম্ভাব্য অভিবাসী ও তাদের পরিবারবর্গ এবং সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা , রাজনৈতিক ,সমাজ সেবী ব্যাক্তিবর্গের বিভিন্ন প্রশিক্ষন ও কর্মশালার মাধ্যমে নিরাপদ অভিবাসন সম্পর্কে ক্ষমতায়ন করা ।
- ৮০ জন সম্ভাব্য অভিবাসীদের দক্ষতাবৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষন প্রদান করা ।

১১.২: কর্ম এলাকা :

কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার আওতায় ০৬ টি ইউনিয়ন । ইউনিয়নগুলো হলো: জয়কা, নোয়াবাদ, জাফরাবাদ, কিরাটন , দেহুন্দা এবং নিয়ামতপুর ।

১১.৩: প্রকল্পের ফলাফল:

প্রকল্পটি সফল ভাবে বাস্তবায়িত হলে করিমগঞ্জ উপজেলা সহ সমগ্র জেলায় সম্ভ্যাব্য অভিবাসীদের সচেতনতা সৃষ্টি সহ সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ব হ্রাস পাবে। সম্ভ্যাব্য অভিবাসী ও তাদের পরিবার বর্গের ক্ষতি হ্রাস পাবে। সম্ভ্যাব্য অভিবাসীগন সঠিক ভাবে বৈধভাবে বিদেশ গমন করে জান ও মালের নিরাপত্ত রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

১১.শিক্ষার মান উন্নয়নে চাহিদা ভিত্তিক কার্যক্রম:

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। এ নীতিকে সামনে রেখেই ওআরএ তার সামর্থ অনুযায়ী শিক্ষার মান উন্নয়নে গনসাক্ষরতা অভিযানের একটি সহযোগী সংগঠন হিসেবে বিভিন্ন কার্যক্রম যথা, সেমিনার ও পাঠক মতামত যাচাই ইত্যাদি কর্মসূচী চাহিদা মোতাবেক আয়োজন ও বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে আলোচনা অনুষ্ঠান, র‍্যালি ইত্যাদির মাধ্যমে সর্বসাধারণের মাঝে গন সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।

১২.যাকাত তহবিল :

বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসুচী চালাতে যেয়ে ওআরএ প্রকৃত অর্থে পংগু ,দুস্থ,এতিম এবং সমাজের হত দরিদ্রদের জন্য স্থায়ীভাবে কোন কর্মসূচী চালু করতে পারেনি। এ উপলব্ধি থেকেই ওআরএ তার কর্ম এলাকায় সমাজের বিত্তবানদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে গরীব এতিম ছেলেমেয়েদের শিক্ষা এবং পংগু মানুষের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান কল্পে কাজ শুরু করে। পরবর্তীতে তা আরও সম্প্রসারিত হয়ে ঘুর্নিঝড় সিডর-এ আক্রান্ত এলাকায় মানুষের সাহায্যার্থে কাজ করে। কিন্তু তা ক্ষণস্থায়ী। পরবর্তীতে অক্টোবর-২০০৮ ইং থেকে যাকাতের অর্থে স্থায়ীভাবে গরীব মানুষের বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান শুরু করে। প্রতি মাসে একবার মোবাইল ক্লিনিকের মাধ্যমে রামনগর গ্রামে এবং প্রতি সপ্তাহে এক বার নানশ্রী গ্রামে বিনা মূল্য ঔষধ সহ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ওআরএ কর্তৃক পরিচালিত যাকাত ফান্ডের সহায়তা বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করছেন উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সের ডা: নাবিউল হক ও প্যারামেডিক্স সাহানা আক্তার

এ কার্যক্রমটি কিশোরগঞ্জ জেলার অধীন করিমগঞ্জ উপজেলার জয়কা ইউনিয়নে পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রয়োজন ভিত্তিক উপজেলার অন্যান্য ইউনিয়নেও এ কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়।

১৩.প্রশিক্ষন:

জ্ঞান-বুদ্ধি ও সৃজনশীলতা সম্মিলিত জীব হলো মানুষ। মানুষের মাঝেই আছে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা। কিন্তু দেখা যায় যে, এ সৃষ্টির ক্ষমতা কারও মাঝে সুপ্ত অবস্থায় থাকে আবার কারো মাঝে সৃষ্টির ক্ষমতা প্রকাশিত হলেও উপযুক্ত পরিবেশ বা ন্যুন্যতম সহায়তার অভাবে প্রসার লাভে বিঘ্ন ঘটে। তাই এ সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রশিক্ষনের গুরত্ব অপরিসীম। তাই ওআরএ তার নিজস্ব দক্ষ জনবলের মাধ্যমে কর্মী এবং উকারভোগীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়। নিম্নে প্রশিক্ষনের তথ্য প্রদান করা হলো:

অনাবাসিক প্রশিক্ষন :

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের শিরোনাম	মেয়াদ কাল	প্রশিক্ষানার্থীর ধরণ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		
				পুরুষ	মহিলা	মোট
০১	স্বাস্থ্য শিক্ষা পুষ্টি বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষন	০৩ দিন	স্বাস্থ্য কর্মী ও ভলান্টিয়ার	০২	০৪	০৬
০২	শাক সব্জীর বাগান ব্যবস্থাপনা	০১ দিন	উপকারভোগী	-	৩০০	৩০০
০৩	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা রিফ্রেসার্স প্রশিক্ষণ	১২ দিন (মাসে ১ দিন)	শিক্ষিকা বৃন্দ	০৪	৪১	৪৫ জন
০৪	খাঁচা তৈরী ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষন	০১ দিন	উপকারভোগী	৪০	৪০	৮০
০৫	অংশগ্রহণ মূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন	০১ দিন	উপকারভোগী	৪০	৪০	৮০
০৬	প্রমি অনুশীলনের মাধ্যমে মনিটরিং	০১ দিন	উপকারভোগী	৪০	৪০	৮০

	প্রশিক্ষন					
০৭	মাসিক সোসাল মবিলাইজেশন মিটিং	০১ দিন	উপকারভোগী	৪০	৪০	৮০
০৮	সম্ভাব্য অভিবাসী ও তাদের পরিবার বর্গের জন্য সেনসেটাইজেশন প্রশিক্ষন	০২ দিন	সম্ভাব্য অভিবাসী	৭৪	০৬	৮০
০৯	প্রকল্প পরিচিতি ও কমিটি গঠন বিষয়ক প্রশিক্ষন	০২ দিন	সম্ভাব্য অভিবাসী ও সিভিল সোসাইটির সদস্য বৃন্দ	৭৩	০৭	৮০
১০	উপজেলা এ্যাডভোকেসী কর্মশালা	০১ দিন	উপজেলা পর্যায়ে সরকারী /বেসরকারী কর্মকর্তা বৃন্দ	৫২	০৮	৬০

১৩. উপসংহার:

অধিকার আদায় ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে সামর্থ্যতা অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়ন কোন কথার কথা নয়। এটা একটি প্রক্রিয়ার ব্যাপারতো বটেই এবং সময়েরও ব্যাপার। তা ছাড়াও রয়েছে দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও বাস্তবায়ন পদক্ষেপ। ভিত্তহীনদের আজকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তাদের অবস্থান যেমন একদিনে ঘটেনি, ঠিক তেমনি এ অবস্থান থেকে তাদের উত্তরণও স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ঘটবে না। তবে আমাদের স্বস্ব অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের চেষ্ঠা করে যেতে হবে। বস্তুত পক্ষে পৃথিবীতে কোন চেষ্টাই আজ পর্যন্ত ব্যর্থ যায়নি, যদি না সে চেষ্টায় আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে কোন প্রকার অভাব না ঘটে। ও,আর,এ মনে করে যদি তাদের দাযিত্বশীল কর্মী বাহিনীকে নিয়ে তার কর্ম এলাকায় সংগঠিত দলীয় সদস্যদের নিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যায় তবে, জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে। ও,আর,এ প্রকৃত পক্ষে চায় সামর্থ্য অনুযায়ী লক্ষীত জনগোষ্ঠীর মাঝে অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব ভিত্তিক কর্ম প্রচেষ্ঠা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের দায়িত্বশীল উন্নয়ন।

ঘটনার বর্ননাঃ

অগানাইজেশন ফর রুরাল এ্যাডভান্সমেন্ট (ওআরএ) কর্তৃক বাস্তবায়িত সেফ মাইগ্রেশন ফর বাংলাদেশী ওয়ার্কার্স প্রোজেক্টের আওতায় এ্যাম্পাওয়ারিং দি পটেনশিয়াল মাইগ্রেন্টস ফর সেফ মাইগ্রেশন প্রকল্প কর্তৃক পরিচালিত কডিন্সিলিং সেন্টারের সফলতা। আমি মো: রিপন মিয়া, গ্রাম: শিমুলগড়া, ইউনিয়ন:জয়কা, উপজেলা: করিমগঞ্জ, জেলা : কিশোরগঞ্জ। আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে আমাদের পাশের বাড়ীর মুদির দোকানের সামনে আমরা কয়েক জন বসে ছিলাম। এমন সময় আমাদের প্রতিবেশী তাহের মিয়া এসে সিঙ্গাপুরে যাওয়ার কথা বলে। তার কথা শুনে আমি প্রথমে রাজি ছিলাম না। তার কাছে বিভিন্ন সময়ে বেশী বেতন ও সুযোগ সুবিধার কথা শুনে আমি রাজি শুনে আমি রাজি হয়ে যাই। বিদেশ যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে আমি পরিবারের লোক জনের সাথে কথা বলি। আমার বাবার গরু ও সামান্য জমি ছিল তা বিক্রি করে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাবুলের হাতে তুলে দেই। বাকী তিন লক্ষ টাকা ভিসা হাতে পেলে দিব বলে চুক্তি করি। বাবুল আমাকে মেডিকেল করার জন্য তাগিদ দেয় এবং বলে মেডিকেল করার পরপরই ভিসা চলে আসবে। এরই মধ্যে কয়েক বার ঢাকা যাওয়ার পর আমার মেডিকেল হয়। মেডিকেল হওয়ার পর বাবুল আমাকে বাকি তিন লক্ষ টাকা দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এমন সময় বিদেশে যাওয়ার বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমি একদিন ওআরএ অফিসে যাই। ওআরএ অফিসের কর্মকর্তাগন আমাকে পরামর্শ দেয় ভিসা হাতে পেলে যাচাই বাচাই করে তারপর বাকী টাকা দিবেন। তাদের পরামর্শ অনুযায়ী বাবুল মিয়াকে বলি ভিসা হাতে পেলে বাকী টাকা দিব। ভিসা কখন আসবে জানতে চাইলে বাবুল আমাকে বলে টাকা রেডি কর ভিসা চলে আসছে। এই ভাবে সে সময় ক্ষেপন করতে থাকে। এরই মধ্যে জানতে পারি আমার টাকা দিয়ে বাবুলের ছোট ভাইকে সিঙ্গাপুর পাঠিয়ে দিয়েছে। এই কথা জানতে পেরে আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি।

একদিন বিষয়টি নিয়ে ওআরএ কর্তৃক গঠিত ইউনিয়ন কার্যকরী কমিটির সদস্য জনাব কামাল পাশার সাথে কথা বলি। কামাল পাশাকে নিয়ে আমি ওআরএ অফিসে আসি এবং বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি। ওআরএ অফিসের কর্মকর্তাগন গ্রাম্য শালিশ করার পরামর্শ দেন। তাদের কথামত আমি কয়েকজন প্রতিবেশী ও বাবুলের পরিবারের লোকজন নিয়ে গ্রাম্য শালিসে বসি। এই সালিশে ওআরএ অফিসের কর্মকর্তা এবং ইউনিয়ন কমিটির সদস্যগন উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং টাকা ফেরত দেওয়ার লিখিত সিদ্ধান্ত হয়। টাকা দেওয়ার তারিখ দুই বার পরিবর্তন করে। অবশেষে আমার পিড়াপিড়ী ও গ্রামের লোক জনের চাপের মুখে বাবুল আমাকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ফেরত দিতে বাধ্য হয়। রিপনের সাথে কথা বললে রিপন বলে ইউনিয়ন কমিটির সদস্যের সহায়তায় সময়মত ওআরএ অফিসে আসার ফলে ভাল পরামর্শ পেয়েছি এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার ফলে আজ আমি প্রতারনার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি।

প্রস্তুতকারী: নুরজাহান
প্রোগ্রাম অর্গানাইজার

নির্বাহী পরিচালক
ওআরএ

বিভিন্ন কর্মসুচী সংক্রান্ত কিছু ছবি

নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ে লোক সংগীতের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত জনাব মো: আবুল কাশেম, চেয়ারম্যান , নোয়াবাদ ইউনিয়ন, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত মি: দেবানন্দ মন্ডল, সিনিয়র ফিল্ড কমিউনিটের, ব্র্যাক, সংস্থার সভাপতি জনাব মো: আলী আকবর এবং সংস্থার নির্বাহী পরিচালক এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম

এ্যাম্পাওয়ারিং দি পটেনশিয়াল মাইগ্রেন্টস ফর সেফ মাইগ্রেশন প্রকল্পের সম্ভাব্য অভিবাসী ও তাদের পরিবার বর্গের সাথে প্রকল্প পরিচিতি ও কমিটি ফরমেশন প্রশিক্ষনে সেশন পরিচালনা করছেন সংস্থার নির্বাহী পচিালক এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম

নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক গন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক লোক সংগীতের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন নোয়াবাদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মো: আবুল কাশেম

সেফ মাইগ্রেশন ফর বাংলাদেশী ওয়ার্কার্স পোজেক্টের আওতায় অভিবাসনের প্রাক সিদ্ধান্ত ও প্রক্রিয়াকরন বিষয়ক ওরিয়েনটেশনে সেশন পরিচালন করছেন এ্যাম্পাওয়ারিং দি পটেনশিয়াল মাইগ্রেন্টস প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী জনাব মো: মাইন উদদীন

নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক গন সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত নিরাপদ অভিবাসন বিষয়ক লোক সংগীত পরিবেশন করছেন আর্ন্তজাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী জনাব মো: ইসলাম উদ্দীন ও তার দল

সংস্থার সাধারন পরিষদের সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্র.নং	নাম	ঠিকানা	পেশা
০১	মো: জালাল উদ্দীন	জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, জিলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
০২	মো: আলী আকবর	গ্রাম: গুলবাগ,পো: পাড়া বালিয়া, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
০৩	এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম	গ্রাম:রামনগর,পো:জয়কা,উপজেলা:করিমগঞ্জ, কশোরগঞ্জ।	চাকুরী বেসরকারী
০৪	মো:কামরুজ্জামান	চর শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
০৫.	মোছা: শেলীনা আক্তার	গ্রাম: নানশ্রী,পো: নানশ্রী,উপজেলা: করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৬.	হাসিনা আক্তার	কাজী নজরুল ইসলাম রোড শোলাকিয়া, জিলা:কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৭.	সুফিয়া আক্তার খাতুন	গ্রাম:হাই-ধনখালী,পো:+উপজেলা:করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
০৮.	মো: মাহবুবুল আলম	গ্রাম:হাজীপুর,পো:মাথিয়া, উপজেলা+ জেলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
০৯.	সাঈদা সুখায়না	গ্রাম: রামনগর, পো: জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	গৃহিনী
১০.	মো: বদরুল ইসলাম	গ্রাম: রামনগর,পো: জয়কা, পজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১১.	মো: হুমায়ুন কবীর	গ্রাম: নানশ্রী, পো: জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
১২.	মো: নুরুল ইসলাম	গ্রাম: কলাবাগ, পো: য়কা,উপজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৩.	মো: সুলতান মাহমুদ	গ্রাম: মহব্বতপুর,পো:জংগল বাড়ী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	ব্যবসা
১৪.	মো: মতিউর রহমান	আঠারোবাড়ী কাচারী মোড়, কিশোরগঞ্জ।	আইন ব্যবসা
১৫.	মো: সিরাজুল হক	গ্রাম:দেহুন্দা,পো: দেহুন্দা, করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
১৬.	মো: আসাদ উলাহ	গ্রাম: সিংগুয়া, পো:+ উপজেলা: করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৭.	মো: জহিরুল ইসলাম	গ্রাম: কিরাটন বিচারকান্দা, উপজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
১৮.	মো: ইব্রাহীম	গ্রাম: কানাইনগর,পো:জয়কা,পজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ	কৃষি
১৯.	মো: ওমর ফারুক	গ্রাম: পাটুয়া ভাংগা,পো: হুসেন্দী,পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।	ব্যবসা
২০.	মো: জয়নাল আবেদীন	গ্রাম: মথুরা পাড়া, পো: নানশ্রী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
২১.	মো: গোলাম মস্তফা	গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী, করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ	বেসরকারী চাকুরী
২২.	মো: খাজেমুল ইসলাম খান	গ্রাম: গাংগাইল,পো: বৌলাই, করিমগঞ্জ, কশোরগঞ্জ।	বেসরকারী চাকুরী
২৩.	মো: রোকন উদ্দীন	গ্রাম: কলাবাগ, পো: জয়কা, করিমগঞ্জ, জিলা:কিশোরগঞ্জ।	ব্যবসা

সংস্থার কার্যকরী পরিষদের তালিকা:

ক্র.ন	নাম	পদবী	ঠিকানা
০১	মো: আলী আকবর	সভাপতি	গ্রাম: গুলবাগ,পো: পাড়া বালিয়া, করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ।
০২	মোছা: শেলীনা আক্তার	সহ-সভাপতি	গ্রাম: নানশ্রী,পো: নানশ্রী,উপজেলা: করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
০৩.	এ্যাড. ফকির মো:মাজহারুল ইসলাম	সচিব	গ্রাম:রামনগর,পো:জয়কা,উপজেলা:করিমগঞ্জ, কশোরগঞ্জ।
০৪.	হাসিনা আক্তার	কোষাধক্ষ্য	কাজী নজরুল ইসলাম রোড শোলাকিয়া, জিলা:কিশোরগঞ্জ
০৫.	মো: জালাল উদ্দীন	সদস্য	জেমিনী টেক্সটাইল রোড, গাইটাল, জিলা:কিশোরগঞ্জ।
০৬.	মো: জয়নাল আবেদীন	সদস্য	গ্রাম মথুরাপাড়া, নানশ্রী, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
০৭.	মো: হুমায়ুন কবীর	সদস্য	গ্রাম: নানশ্রী, পো: জয়কা, উপজেলা:করিমগঞ্জ,কিশোরগঞ্জ

সংস্থার দাতা সদস্যের নাম

ক্রম.	নাম	ঠিকানা
০১.	আলহাজ্ব ফকির মো:ইদ্রিস মাস্টার	গ্রাম: রামনগর, পো: জয়কা, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০২.	আলহাজ্ব এ্যাড: মো:ছাইদুর রহমান	গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা: কিশোরগঞ্জ
০৩.	এ্যাড. ফকির মো: মাজহারুল ইসলাম	গ্রাম: রামনগর, পো: জয়কা, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৪.	বেগম জাহানারা সাঈদ	গ্রাম: নানশ্রী, পো: নানশ্রী, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৫.	সাঈদা সোখায়না	গ্রাম: রামনগর, পো: জয়কা, থানা: করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৬.	আব্দুস সাত্তার মিয়াজী	গ্রাম: জংগল পুর, পো:তাড়াশাইল, চৌদ্দগ্রাম, কুমিলা।
০৭.	মো: শফিকুল হক চৌধুরী	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আশা, ঢাকা
০৮.	মোহাম্মদ আলী	গ্রাম:জংগল বাড়ী,পো: জংগল বাড়ী, করিমগঞ্জ, জেলা:কিশোরগঞ্জ
০৯	মি. সুশীল কুমার রায়	ভাইস প্রেসিডেন্ট, আশা, ঢাকা।
১০	এস,এম মোর্শেদ	প্রশিক্ষন কর্মকর্তা, ওয়ার্লড ফুড প্রোগ্রাম, ঢাকা।
১১	এস মাহমুদ চৌধুরী	প্রশিক্ষন কর্মকর্তা, সেব দি চিল্ড্রেন, ঢাকা।
১২	শেলিনা আক্তার	গ্রাম: নানশ্রী,পো: নানশ্রী,উপজেলা: করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ